অবৈধভাবে মহেশপুর সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার সময় নারী-শিশুসহ আটক ৬ জন

অবৈধভাবে বাংলাদেশ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে যাওয়ার সময় ঝিনাইদহের মহেশপুর থেকে নারী ও শিশুসহ ৬ জনকে আটক করেছে বিজিবি। শনিবার ভোররাতে মহেশপুর উপজেলার একাশিপাড়া গ্রামের মাঠ থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলো-যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার রাজাপুর গ্রামের ইলিয়াছ শেখের ছেলে আসাদুজ্জামান (১৬), মৃত আবুল শেখের ছেলে সাগর শেখ (৩২), তার স্ত্রী জোসনা বেগম (২৫) ছেলে হাসান শেখ (৪), নওগার আত্রাই উপজেলার পৌসাত্ততা গ্রামের মৃত খাজাউদ্দিন প্রামানিকের ছেলে সাহাদত আলী (২৪) ও তার স্ত্রী ফামেতা জাহান শিউলী (১৯)।

বিজিবি ৫৮ ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান জানান, গোপন সংবাদের তারা জানতে পারে মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে কয়েকজন বাংলাদেশী ভারতে যাচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই ৬ জন ও সহযোগিতা করার জন্য আর ৩ জনকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় মহেশপুর থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি।

ঝিনাইদহ-যশোর মহা সড়কে দুর্ঘটনার অভিযুক্ত ট্রাক চালক আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ১২ জন নিহতের ঘটনায় অভিযুক্ত ট্রাকের চালক রনি গাজী (২৮) কে গ্রেফতার করেছে হাইওয়ে পুলিশ।

শুক্রবার রাতে যশোরের বেনাপোল সীমান্ত থেকে তাকে আটক করা হয়। এছাড়াও কালীগঞ্জ ট্রাক টার্মিনাল থেকে ট্রাকটি জব্দ করা হয়।

আটককৃত ট্রাক চালক রনি যশোরের শার্শা উপজেলার সনাতনকাটি গ্রামের মশিয়ার রহমান গাজীর ছেলে। বারবাজার হাইওয়ে থানার ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে বেনাপোল সামান্ত এলাকায় অভিযান চালায় তারা। এসময় ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় রনি গাজীকে আটক করা হয়।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি কালীগঞ্জ থানায় হাইওয়ে পুলিশের ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিন বাদি হয়ে অজ্ঞাতদের আসামী করে মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় তাদের গ্রেফতার দেখানো হয়।

উল্লেখ্য, গত বুধবার বিকেলে কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে যশোর থেকে ছেড়ে আসা মাগুরাগামী জে কে পরিবহণের একটি বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ৯ জন ও পরে আরও ৩ জন মারা যায়। ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিল ট্রাকের চালক।

মেহেরপুরে আরফা ডায়গনস্টিক সেন্টার এর উদ্বোধন

অত্যাধুনিক মানের সেবা নিশ্চিত করতে মেহেরপুর শহরে আরফা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর পৌর ঈদগাহ এর গেটের পাশে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল সড়কে আরফা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উদ্ভোধন করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাবি আল জুবায়ের শুভ’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে মেহেরপুর বি এম এ এর সভাপতি আবু তাহের ফিতা ও কেক কেটে অনুষ্ঠানটির উদ্ভোধন করেন।

পরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আরফা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাবি আল জুবায়ের শুভ বলেন, মেহেরপুর জেলার মানুষের জন্য

স্বাস্থ্য সেবার এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে আরফা ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে গড়ে তোলা হবে। সত্যিকারের স্বাস্থ্য সেবার উদ্দেশ্যে আরফা ডায়াগনষ্টিক সেন্টার চালু করা হয়েছে। আবাসিক চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে দিন রাত ২৪ ঘণ্টা সেবা দেওয়া হবে।

এসময় তিনি আরও জানান, প্রতিটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো বেশ পরিচ্ছন্ন ও মনোরম পরিবেশের করা হবে। চিকিৎসকদের জন্য আলাদা কক্ষ, রোগীদের জন্য ওয়েটিংরুম, ফার্মেসী, রোগীদের কক্ষ সবকিছুই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নসহ সকল উপকরণ রাখা হবে। বিশেষ করে নারী ও শিশুদের চিকিৎসাসহ জরুরি সেবাগুলো সহজেই এখান থেকে পাওয়া যাবে।

এসময় আরও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, সদর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি জুলকার নাঈম বাইজিদ, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আবিদ হোসেন আসিফ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন, মেহেরপুর শিশু সংগঠন অংকুর এর সাধারণ সম্পাদক জাবির আল সাভার। পরে দোয়া মহাফিলের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি করা হয়।

মেহেরপুর আমঝুপিতে নারী দলের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে জনসমবায় নারী দলের নেত্রীদের সাথে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত ও সংগ্রহকরণ-এর উপর এক যৌথ উদ্যোগের ভুমিকা বিষয়ক নারী দলের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে আমঝুপি মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউকের নিজস্ব হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়।

অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় প্রোগ্রাম ম্যনেজার ওয়াজেদ আলীর

সভাপতিত্বে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মউকের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস আমাদের সকল ক্ষেত্রে আতংক ও ঝুকি বাড়িয়ে দিয়েছে তথাপিও আমাদের থেমে থাকলে চলবেনা, সময়ের সাথে আমাদের লড়াই করেই বাঁচতে হবে।

জনসমবায় নারী দলগুলোকে অর্থনৈতিক ভাবে গতিশীল করতে তিনি প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেন।

নারী নেত্রীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফাইমা খাতুন ও কাজল রেখা, এছাড়া দলনেতাদের মধ্যে থেকে অভিজ্ঞতা বর্ণনা ও মতামত প্রকাশ করেন, রমিতন খাতুন, শিল্পী খাতুন ও সপ্তমী রানী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন মোঃ শাহিনুর হোসেন বিপ্লব।

মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ‘বীর উত্তম’ খেতাব বাতিল করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন।

সভাপতির বক্তব্যে বলেন, এই সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে মাফিয়া চক্র, কালো টাকার মালিক ও লুটেরাদের নিয়ে দেশ পরিচালনা করছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী শুভক্ষণে শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তম খেতাব বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে ভোটারবিহীন সরকার অধিপত্যবাদের কাছে দেশের স্বাধীনতা সর্বভৌমত্ত বন্ধক রাখতে চায়। খেতাব বাতিলের এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, আনছারুল হক, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

এ সময় জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর কমিটির মেহেরপুর জেলা আহবায়ক কমিটি গঠন

আলোচনা সভা, কেন্দ্রীয় সার্কুলার ও গঠনতন্ত্র পাঠের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আজ শনিবার সকালে মেহেরপুর পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সময়িতা ট্রেডার্সে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডাঃ ফজলুর রহমান উপস্থিত থেকে মাহামুদুল হক কে আহবায়ক ও রফিক উদ্দিন কে যুগ্ম আহবায়ক করে সাত সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির অনুমোদন দেন।

কমিটিতে শহিদুল ইসলাম কানন, রফিকুল ইসলাম, মোশারফ হোসেন, শহিদুল ইসলাম কে সদস্য ও মিজানুর রহমান কে সদস্য সচিব করে এই কমিটি গঠন করা হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]:- [redacted]

[redacted]

[redacted]:
[redacted]

উৎসবের এই মাসে তাই ফুল ব্যবসায়ীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। মেহেরপুরবাসীর ফুলের চাদিহা পুরণে প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। এই তিন উৎসবকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরে প্রায় ১৫ লাখ টাকার ফুল বিক্রির টার্গেট ব্যবসায়ীদের। তবে গতবারের তুলনায় ফুলের দাম দ্বিগুন হওয়ায় ক্রেতাদের সাড়া কেমন পাবে এ নিয়ে কিছুটা শঙ্কাতেও আছেন ব্যসায়ীরা। এদিকে ভালোবাসা দিবসকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে অস্থায়ী ফুলের দোকান।

বিশেষ করে মেহেরপুরের দর্শনীয় স্থান গুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এইসব দোকান। মেহেরপুর জেলায় স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলে প্রায় ২০টির মত ফুলের দোকান আছে। দোকানগুলো সাজানো হচ্ছে বাহারী সব ফুল দিয়ে। এই সব ফুলের মধ্যে রয়েছে, গোলাপ, রজনীগন্ধা, গেলোডিলাক্স, জার্বেরা, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, জীবসি। তবে ভালোবাসা দিবসে সব চেয়ে বেশি চাহিদা থাকে গোলাপের।

মেহেরপুরের ফুলের খুচরা দোকানগুলো ঘুরে দেখা যায়, ব্যস্ত সময় পার করছেন ফুল ব্যবসায়ীরা। খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত বছরের তুলনায় এ বছর ফুল বিক্রি পরিমাণে বেশি হবে বলে তারা আশা করছেন।

পহেলা ফালগুন ও ভালোবাসা দিবসে ফুলের দাম কেমন থাকতে পারে জানতে চাইলে শাহবাগ স্বার্নালী ফুল ঘরের মালিক রাশেদউজ্জামান বলেন, প্রতিটি দেশি গোলাপের দাম ২০ থেকে ৫০ টাকা, জারবেরা ৩০ থেকে ৪০ টাকা, গ্লাডিওলাস ২০ টাকা ও রজনীগন্ধা ১০-১৫ টাকা, জুঁই-বেলী মালা ৫০ টাকা, গাঁদা ফুলের মালা ২০-৩০ টাকা, লিলি ২০০ টাকা, থাই-চায়না ও ইন্ডিয়ান গোলাপ ১০০ থেকে ১২০ টাকা, অর্কিড ৮০ টাকা, কিসিমসিমা মিম ১৫০ থেকে ২০০ টাকা, জারবেরা ৪০ টাকা, জিপসি ৫০ টাকা পর্যন্ত থাকবে।

মেহেরপুর বড় বাজারের টুটুল ফুল ঘরের টুটুল বলেন, এবছর আমরা করোনা নিয়ে শঙ্কায় ছিলাম। তবে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হওয়ায় আশা জাগিয়েছে। তাই ফুল বিক্রির বিষয়ে আমরা বিশেষ আশাবাদী। এবার আমি প্রায় লাখ খানেক টাকার ফুল বিক্রি করতে পারবো বলে আশা করছি।

ফুলের চাহিদা সম্পর্কে জানতে চাইলে ড. সামসুজ্জোহা পার্কের সামনে ইত্যাদি ফুল ঘরের স্বত্তাধীকারী বকুল বলেন, বসন্ত আর ভালোবাসা দিবস মানেই গোলাপ। সবাই চায়না রেড গোলাপ বেশি পছন্দ

করে। এছাড়াও দেশি লাল ও সাদা গোলাপের চাহিদাও আছে। কেউ কেউ আবার অন্যান্য ফুল যেমন, রজনীগন্ধা, গাঁদা, গেলোডিলাক্স দিয়ে তোড়াও তৈরি করে নেয়।

মুজিবনগরের সবুজ ফুল ঘরের মালিক সবুজ বলেন, অস্থায়ীভাবে ফুলের দোকান দিয়েছি। ভালোবাসা দিবসে মেহেরপুরের মুজিবনগরে সব থেকে বেশি দর্শনার্থী আসেন বেড়াতে। আশা করছি ভালোবাসা দিবসে প্রায় এক লাখ টাকার ফুল বিক্রি করতে পারবো।

কথা হলো বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে ফুল কিনতে আসা ভবের পাড়ার স্বার্নালী মন্ডল ও নিলিমা মন্ডল জানালেন, মাথায় পরার জন্য এবার নিজেই ফুল কিনে বানিয়ে নেবেন রিং। তবে ফুলের দাম নিয়ে অসন্তুষ্ট ক্রেতাগণ। ক্রেতাদের অভিযোগ বিশেষ দিবসতো বটেই, পুরো ফালগুন মাস জুড়েই বেশি থাকে ফুলের দাম।

কার্পাসডাঙ্গায় দুস্থদের মাঝে কম্বল ও পানির ফিল্টার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪ টার দিকে অক্সফোর্ড সোলার টেকনোলজি ও অক্সফোর্ড গ্রুপের পক্ষ থেকে অক্সফোর্ড গ্রুপের চেয়ারম্যান বনী ইয়ামিনের পক্ষ থেকে এলাকার শীতার্ত ও দুস্থ পরিবারের মাঝে শতাধিক কম্বল বিতরণ করা হয়। তাছাড়া এলাকার বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাস, মক্তবে সুপেয় পানির ফিল্টার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আ: লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন এ্যাড: আশাদুল্লাহ, কার্পাসডাঙ্গা বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আ:মালেক, কার্পাসডাঙ্গা ১ নং ওয়ার্ড আ: লীগের সাধারণ সম্পাদক শওকত আলী, কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক ইব্রাহীম শেখ, আ: লীগ নেতা ফয়সাল,

আশাদুল, সাংবাদিক আওয়াল হোসেন, মেহেদী হাসান মিলন, বিল্লাল, শিমুল রেজা, আব্দুর রহমান, একিম, ইশিতা পারভীন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় নৌকা প্রার্থীর অফিসে হামলা ও ভাংচুর মামলা, আটক- ৩

আলমডাঙ্গায় নৌকার সমর্থকদের কুপিয়ে জখম, অফিস ও বাড়িঘর ভাঙচুরের ঘটনায় ৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে মোবাইল সমর্থকরা হামলা চালিয়ে এ ঘটনা ঘটায়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গায় পৌর নির্বাচনের মেয়র প্রার্থী এম সবেদ আলীর সমর্থকরা রাতে পৌর এলাকার চাতাল মোড়ে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হাসান কাদির গনুর নির্বাচনী অফিসে হামলা চালায়।

মোবাইলের অফিস ভাঙ্গার অভিযোগে তারা চাতাল মোড়, কলেজপাড়া,আনন্দধাম,গোবিন্দপুর এলাকার নৌকার ৫টি অফিস ভাঙচুর করে।

এ সময় চাতাল মোড়ে বসে থাকা আওয়ামী লীগ কর্মী এরশাদপুর গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের ছেলে আব্দুর রশিদ, মৃত জিন্নাহের ছেলে শাহিন ও জামিল উদ্দিনের ছেলে বিপ্লবকে কুপিয়ে জখম করে।

একই সময় ৫টি অফিসে হামলা চালানো হয়। ভাঙচুর করা হয় কলেজপাড়ার যুবলীগ নেতা হাসেমের বাড়ি, ছাত্রলীগ নেতা মিডিল মৃধার বাড়ি হামলা চালানো হয়।

এ ঘটনায় রাতেই নৌকার পক্ষে সাল্লাহউদ্দিন বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করে। এ মামলার আসামি হিসেবে পুলিশ গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত মর্জেম আলীর ছেলে রবিউল ইসলাম (৫২) একই গ্রামের মৃত আনছার মন্ডলের ছেলে আলতাব হোসেন (৩৫), মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে খলিল
(৫৮) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।